দৈনিক বাংলা ৩১
তারিখ 12 FEB 1989

দেশী বই বিদেশী বই আপন সংস্কৃতি

ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার সম্প্রতি এই মর্মে আইন পাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সেখানকার সিনেমা হলগুলোতে কমপক্ষে ছয় মাস বাংলা ছায়াছবি দেখাতে হবে। খবরটা শুনতে একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ তো বাংলা সংস্কৃতির একেবারে পাদপীঠরূপে পরিচিত। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কি হাল আমলের হাল ফ্যাশনের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বনস্পতিদের কর্মক্ষেত্র কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গ। বাংলা সিনেমার জন্মস্থানও কলকাতা শহর। প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতারা বাংলা ছায়াছবিকে বিপুল মহিমা দান করেছিলেন। মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বড় বড় নাম পশ্চিমবঙ্গের ছায়াছবির সঙ্গে যুক্ত। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা বলে শেষ করা যাবে না। সত্যজিৎ রায় তো পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক সম্মানের আসনে নিঃসংশয়ে অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কসিস্ট রাজ্য সরকারকে বাংলা সিনেমা চালানোর জন্য আইন পাস করতে হচ্ছে। যে দেশে সত্যজিৎ রায়ের মত চলচ্চিত্র নির্মাতা আছেন, সেখানে আইনের কি দরকার, তা বোঝা দুষ্কর। কিন্তু দরকার না হলে নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারকে ১৯৫৪ সালের সিনেমা রেগুলেশন অ্যাক্ট সংশোধন করে পশ্চিমবঙ্গের সকল প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছায়াছবির প্রদর্শনী বাধ্যতামূলক করার আইন প্রণয়নের কথা ভাবতে হত না।

কিন্তু না প্রয়োজন কী? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও মনে হয়, হিন্দি সিনেমার বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সামনে বাংলা ছায়াছবি পশ্চিমবঙ্গে পর্যন্ত টিকতে পারছেনা। এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় খোলামেলা উদ্দাম চলচ্চিত্রের উৎপাতও যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। অথচ হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও সর্বভারতীয় সত্তায় বিলীন। হিন্দির প্রসার মানেই সর্বভারতীয় চেতনার প্রসার এবং হিন্দি ছায়াছবির বিজয় মানেই সর্বভারতীয় সংস্কৃতি[illegible] হয়, অর্থনৈতিক ও কারিগরি দিক দিয়ে দুর্বল পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র নির্মাতারা বোম্বের বলশালী প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়াতে পারছে না। এক কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ছায়াছবির ব্যবসায়িক দিক রক্ষার জন্য আইনগত অস্ত্র তৈরির কথা ভাবছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, একটি জাতি বা জাতিগোষ্ঠী একটি অঞ্চল বা একটি সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতির স্বার্থরক্ষার জন্যে মাঝে মাঝে বিধিনিষেধের দেয়াল তুলতে হয়, বিধিনিষেধের দেয়াল তোলার জন্য আইন-কানুন পর্যন্ত সংশোধন করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের তুলনায় বোম্বের চলচ্চিত্র শিল্প অনেক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বোম্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কলকাতা পেরে উঠছে না। সুতরাং দর্শকদের বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ছবি দেখানোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আমাদের মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তাদের বাস্তব অবস্থার পটভূমিতে ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে একটি দুর্বল সংস্কৃতি যখন একটি প্রবল সংস্কৃতির ঢেউয়ের মুখে পরাভূত হওয়ার উপক্রম দেখা দেয়, তখন দুর্বল সংস্কৃতিকে সর্বাঙ্গীন বিকাশের সকল সুযোগ দিতে হয়। না দিলে একটি জাতিগত সত্তা ও সংস্কৃতি অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

ভাষ্যকার

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সবিস্তারে আলোচনার কারণ হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নও কিছু বাধ্যবাধকতা অনুসরণের জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে অবাধে বই-পুস্তক আমদানীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক লেখক কবি ও সাংবাদিক সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের দেশের বইয়ের দোকানগুলির তাক ভারতীয় বইয়ে ঠাসা। বই বিক্রেতারা হয় আমদানী করে, নয় অবৈধ প্রকাশনার মাধ্যমে ভারতীয় বই এখানে বিক্রি করে চলেছে। ফলে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প তথা সাহিত্য চর্চা সংকটের সম্মুখীন। উল্লেখ্য, এই বিবৃতিতে সকল মত ও পক্ষের কবি-সাহিত্যিকরা একজোট হয়ে স্বাক্ষর দিয়েছেন। অর্থাৎ ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থরাজি ডান-বাম, মুক্তবুদ্ধি, আর মৌলবাদী সকল শ্রেণীর লেখককেই সমানভাবে আঘাত করছে, অর্থাৎ বাংলাদেশী সংস্কৃতির অবাধ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় বই-পুস্তকের অবাধ আমদানী। ও কোন স্বার্থবুদ্ধির কথা নয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে ঢাকা নগরীর উত্থানের ইতিহাস চার দশকের বেশী পুরনো নয়। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিত ভূমি আমরা তৈরি করেছি। এবং গত চার দশকে ঢাকা নগরীকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চমৎকার বিকাশ ঘটে চলেছে, একথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমরা যখন বিকাশের পর্যায়ে তখন বিকশিত একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিঘাত আমাদের জন্য বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। শুধু পারে না, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বিচারে আমদানীকৃত বইপত্র তা করেও চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বইপত্র ও চলচ্চিত্রের ভাষা বাংলা হওয়ায় আমাদের জন্য সমস্যা জটিলতর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সিনেমাকে যেখানে হিন্দি সিনেমার প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার জন্যে আইন প্রণয়ন করতে হচ্ছে, সেখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রকে অভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করে কার্যকর পদক্ষেপ যে নেয়া দরকার, সে বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এ কারণেই আমাদের বুদ্ধিজীবীরা দাবী করেছেন, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে পরিমাণ বই বাংলাদেশে আসে, তার সমপরিমাণ বই ভারতে রফতানীর বাণিজ্যিক শর্ত থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ সংস্কৃতির আদান-প্রদান সত্যিকার অর্থেই আদান ও প্রদান হতে হবে। তার মানে সম্পর্ক একতরফা হলে চলবে না, সমতাভিত্তিক হতে হবে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে সার্বভৌম সমতাভিত্তিক সম্পর্ক।

একথা ঠিক যে আজকের পৃথিবীতে জানালা বন্ধ করে [illegible] করা চলে না। [illegible] রাখতে হবে খোলা জানালা দিয়ে যেমন তাজা হাওয়া বয়, রোদ আসে, তেমনি আবার বৃষ্টির ঝাপটাও ঘর ভিজিয়ে দেয়। কখনও বা দূষিত বায়ু এসে শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলে। জানালা আমরা সব সময় খোলা রাখি না। পরিস্থিতি বুঝে জানালা খুলতে হয় আবার জানালা বন্ধও করতে হয়। সংস্কৃতির ব্যাপারে এ ধরনের তুলনা কারও কাছে স্থূল মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায় যা সত্য, সংস্কৃতির বেলায় তা মিথ্যা হতে পারে না। মিথ্যা হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ছায়াছবিকে রক্ষার জন্যে আইন-কানুন তৈরি করতে বাধ্য হতেন না। এর মধ্যে যেমন ব্যবসায়িক তেমনি সাংস্কৃতিক প্রশ্ন জড়িত।

ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গীয় গ্রন্থরাজির অবাধ আমদানীর বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে আমাদের সংকুচিত কিংবা দ্বিধান্বিত হবার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সুস্থ ও সুষ্ঠু বিকাশের প্রয়োজনে ভারতীয় বইপত্র আমদানী বন্ধ করা প্রয়োজন।

১৯৭২ সাল কিংবা তার পূর্ববর্তী সময় থেকেই বাংলাদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আমদানী বন্ধ রয়েছে আমাদের সিনেমা শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হলে এই বাজার সংরক্ষণ প্রয়োজন। আমাদের মন খোলা এবং চোখ খোলা। যে কারণে টেলিভিশনে বিদেশী ছায়াছবির প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হয়, যে কারণে রেডিওতে বিদেশী সঙ্গীতের প্রচার সীমাবদ্ধ করতে হয় সে কারণেই বিদেশী বই-পুস্তকের আমদানীও সীমিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে বন্ধ করা দরকার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আসুক আমাদের আপত্তি নেই, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বই আসুক, স্বাগত। কিন্তু বস্তা পচা উপন্যাস, চটুল সিনেমা পত্রপত্রিকা, এমন কি বিদেশী গোয়েন্দা গল্পের বঙ্গানুবাদ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানী করার অধিকার বা সুযোগ কি কারণে দেয়া যেতে পারে?

আমরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য তার ধারা, তার বিকাশের ইতিহাস, ইত্যাদি সম্পর্কে কম-বেশী অবহিত আছি। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আমরা অসচেতন নই। তবে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক বেশী সতর্ক হতে চাই। সে কারণেই ভারতীয় বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকার অবাধ আমদানী ও বিক্রির ওপর যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ ও শর্ত আরোপিত দেখতে চাই। তা না হলে আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ যেমন ব্যাহত হবে, তেমনি অনুপ্রবেশের পথ ধরে পরনির্ভরতাও বেড়ে চলবে।